লোক বিমুখতা অত্যন্ত অধিক গৌতম বুদ্ধ দার্শনিক বা তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন না। জাগতিক দুঃখ কষ্ট ও নৈরাশ্যের অন্ধকারের মাঝে তিনি মানুষকে শুনিয়েছিলেন এক নতুন আশার বাণী। প্রবর্তন করেছিলেন এক নতুন ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চেতনায় মানুষকে করেছিলেন উদ্বুদ্ধ। তার মতে তত্ত্বালোচনার পরিবর্তে দুঃখে জর্জরিত মানুষের দুঃখ নিরোধের উপায়ই অধিক কাম্য তিনি ছিলেন বুদ্ধত্ব নীতি তত্ত্বের প্রচারক। তিনি বলতেন দুঃখ মুক্তি বা নির্বাণই আমাদের আদর্শ। এই আলোচনায় নির্বাণ লাভ মিলবেই না। আলোচনাকারী নিজ তত্ত্বের জালে আরও বদ্ধ হবেন। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হল দুঃখনাশ। যে লোক দুঃখার্ত হয়েও আত্মা ও জগৎ সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনায় ব্যস্ত হয় সে যে বাণবিদ্ধ হয়ে ~~তা~~ তার উৎপাটনের চেষ্টা না করে বাণের উৎস, নির্মাতা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে তার মতই নির্বোধ।

দুঃখ নিরোধের উপায় বিষয়ে বুদ্ধদেবের অভিজ্ঞতালব্ধ অভিজ্ঞতা তাকে চারটি মহান সত্যের সন্ধান দিয়েছিল। এই চারটি সত্য বৌদ্ধ দর্শনে 'চত্বারি আর্য সত্যানি', বা আর্য সত্য চতুষ্টয় নামে পরিচিত। এই চারটি আর্য সত্য হল —

i) দুঃখ — জীবন দুঃখ ময়।
ii) দুঃখ সমুদয়: — দুঃখের কারণ আছে।
iii) দুঃখ নিরোধ: — দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব।
iv) দুঃখ নিরোধ মার্গ: — দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আছে।

i) প্রথম আর্যসত্য দুঃখ: সিদ্ধার্থ রোগ, জরা এবং মৃত্যুর দৃশ্য দেখে জগতের অসীম দুঃখের গভীর উপলব্ধি করেছিলেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি বুঝেছিলেন সমস্ত রকম জীবন ও জগতের মূলেই দুঃখ রয়েছে। তাই বলেছিলেন — 'সর্বং দুঃখং' বা 'সর্বং দুঃখং' অর্থাৎ সবই দুঃখময়, জগৎ সৃষ্টির প্রথম প্রহর থেকে চেতনার অন্তিমে যে ভাবনা, সৃষ্টি সবই তার অংশ ~~জড়~~ সমস্ত সাগরের সমস্ত জলরাশির সঙ্গে তুলনা হয় না, জন্ম, জরা, রোগ, মৃত্যু, শোক, তাপ, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, হতাশা প্রভৃতি যা কিছু আছে সবই তো দুঃখের 'উৎস মূল' — এর ব্যাখ্যাকার দেখিয়েছেন বুদ্ধদেবের মতে —

আকাশে কিংবা সমুদ্রের গভীরে কিংবা পর্বতের গুহায় বিশ্বের এমন কোন স্থান নেই যেখানে মানুষ মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারে।

বুদ্ধদেবের এইসব কথা শুনে অনেকে বৌদ্ধ দর্শনকে দুঃখ বাদী বা নৈরাশ্যবাদী বলে নিন্দা করেছেন। কিন্তু দুঃখ বাদ বৌদ্ধ দর্শনের প্রথম কথা, চরম কথা নয়, চরম কথা তার পরম আশার বাণী — সকলেই দুঃখ নিরোধ বা নির্বাণের অধিকারী।

প্রথম আর্যসত্যের মাধ্যমে বুদ্ধদেব প্রকৃত অর্থে দুঃখবাদ প্রতিষ্ঠা করেননি। বরং এ জগতে যা দুঃখ বোধের তারই প্রতি মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছেন। প্রথম বক্তব্য সত্যটি মানুষের প্রতি বুদ্ধদেবের এক সত্য বাণী।

২. দ্বিতীয় আর্যসত্য দুঃখ সমুদয়ঃ

'প্রতীত্য সমুৎপাদ' বা কার্য-কারণ সম্পর্কের নীতির উপরই দ্বিতীয় আর্যসত্যটি প্রতিষ্ঠিত। প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ অনুসার জগতে কোন কিছুই অকারণে ঘটে না, সবই সকারণ। কোন কিছুর ~~অকারণে~~ অস্তিত্বই শর্তহীন নয় সবই শর্তাধীন। সুতরাং আমাদের দুঃখের কোন না কোন কারণ আছে। যথা —

জীবনে দুঃখ আছে। ① জরা - মরণ প্রভৃতি জীবনের দুঃখ। ② 'জাতি' বা জন্ম-জন্ম। ③ জন্ম লাভের বাসনা বা 'ভব' জন্মের কারণ। জাগতিক বস্তুর আসক্তি, ④ সংযোগ বা 'উপাদান' বাসনার জন্য দায়ী। ⑤ 'তৃষ্ণা' বা ভোগবাসনাই এই সংযোগের কারণ, পূর্ববর্তী। ⑥ ইন্দ্রিয় '~~অভিজ্ঞতা~~' অভিজ্ঞতা বা বেদনা তৃষ্ণার কারণ, বেদনার মূলে আছে। ⑦ 'স্পর্শ' স্পর্শই কারণ, ⑧ 'ষড়ায়তন' বা ছয়টি ইন্দ্রিয় এই ছয়টি ইন্দ্রিয় হল — চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং মন। ষড়ায়তন দেহ মন সমষ্টি ভিন্ন কিছুই নয়, দেহ - মন সমষ্টিকে ⑨ 'নামরূপ' বলা হয় বা সুতরাং নাম রূপ ষড়ায়তনের কারণ। দেহ - মন সমষ্টিতে যদি চৈতন্য বা ⑩ 'বিজ্ঞান' না থাকে তবে মাতৃগর্ভে এর বৃদ্ধি হতে পারে না। সুতরাং বিজ্ঞানই নামরূপের কারণ। বিজ্ঞানের কারণ আমাদের অতীত জীবনের কর্মের পুঞ্জীভূত ⑪ 'সংস্কার' এবং এই সংস্কারের মূলে আছে। ⑫ 'অবিদ্যা'। অবিদ্যা অর্থে চারটি আর্যসত্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অভাব, অবিদ্যা হেতু মানুষ মিথ্যাকে সত্য জ্ঞান করে অনাত্মকে বা অনিত্য বস্তুকে স্থির ও নিত্য জ্ঞান করে অস্থায়ী ক্ষণিক সুখ যার মধ্যে দুঃখের বীজ নিহিত আছে তাকে যথার্থ সুখ মনে করার জন্য লালায়িত হয়,

উপরোক্ত ১২টি কার্য-কারণ শৃঙ্খলাকে [illegible] দ্বাদশ নিদান বলা হয় এবং ভবচক্র বলা হয় কারণ মানুষ বা জীব এই সংসার চক্রে ক্রমাগত আবর্তিত হচ্ছে। তাদের ছকের আকারে নীচে দেখানো হল —

১) জরা মরণ
২) জাতি
} — ভবিষ্যৎ জীবন

৩) ভব
৪) উপাদান
৫) তৃষ্ণা
৬) বেদনা
৭) স্পর্শ
৮) ষড়ায়তন
৯) নামরূপ
১০) বিজ্ঞান
} — বর্তমান জীবন

১১) সংস্কার
১২) অবিদ্যা
} — অতীত জীবন

তৃতীয় আর্যসত্য: দুঃখ নিরোধ :—

জীবনে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে। সুতরাং দুঃখের কারণগুলি যদি ধ্বংস করা যায় তাহলে দুঃখের নিরোধ হয়। দুঃখ নিরোধের আর এক নাম নির্বাণ।

নির্বাণের প্রকৃত স্বরূপ নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতভেদ আছে। যথা —

① কেউ কেউ বলেন নির্বাণ এক আনন্দ পূর্ণ অবস্থা। নির্বাণ প্রাপ্ত ব্যক্তি এক অনন্ত নিত্য আনন্দের অধিকারী।

② অনেকের মতে, নির্বাণ হল অনির্বচনীয় অবস্থা। এই অবস্থাকে ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক কোন কিছুই বলা যায় না।

③ কেউ কেউ মনে করেন নির্বাণ হল অভাবাত্মক অবস্থা, এই অবস্থায় তৃষ্ণা কামনা বাসনা এর এক বিনাশের অবস্থা।

④ অনেকের মতে নির্বাণ অস্তিত্বের পূর্ণ বিলোপ। নির্বাণ কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল নিভে যাওয়া বা শান্তি পাওয়া। কোন কিছু নিভে যাওয়ার অর্থ ধ্বংস হওয়া। এই জন্য এই অবস্থাকে কামনা বাসনা তৃষ্ণার অন্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

(৫) আবার কারো কারো মতে নির্বাণের প্রকৃত অর্থ বাসনার বিনাশ। নির্বাণ হল কামনা, বাসনা, লোভ ও মোহের আবরণ নির্বাপিত হওয়া।

এই নেতিবাচক মতবাদই বৌদ্ধ প্রচারিত দর্শনের সাথে সমতা রক্ষা করে অর্হৎ বা নির্বাণ প্রাপ্ত ব্যক্তি নিজেকে তার নিঃশেষিত করে দেন, যেমন বুদ্ধদেব করেছিলেন।

চতুর্থ আর্যসত্য দুঃখ নিরোধ মার্গ :

বুদ্ধদেব স্বয়ং যে মার্গ বা পথ অনুসরণ করে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন এবং অন্যরাও যে পথ অনুসরণ করে দুঃখ নিরোধ করতে পারে তাই দুঃখ নিরোধ মার্গ। বুদ্ধদেব দুঃখ নিরোধের জন্য যে পথ নির্দেশ দিয়েছেন তা আটটি স্তর বা অঙ্গ বিশিষ্ট। সেই জন্য এই পথের নাম 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'। একে মধ্যপন্থাও বলা হয়েছে। কারণ এই পথের একদিকে অসংযত ভোগ বিলাস এবং অপরদিকে অনাবশ্যক শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধন এই দুই চরম পথের মধ্যবর্তী পথ। দ্বিতীয়, আত্মশুদ্ধি সাধনার জন্য এই প্রকার পথের ব্যবস্থা। বস্তুত এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে বৌদ্ধদর্শনের নীতিতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। নিচে এই আটটি মার্গ আলোচনা করা হল —

সম্মাদিট্ঠি বা সম্যক দৃষ্টি

২। সম্মাসংকপ্প বা সম্যক সংকল্প
৩। সম্মাবাচা বা সম্যক বাক,
৪। সম্মাকম্মান্ত বা সম্যক কর্ম,
৫। সম্মা আজীব বা সম্যক জীবিকা / আজীব,
৬। সম্মাবায়াম বা সম্যক ব্যায়াম
৭। সম্মাসতি বা সম্যক স্মৃতি।
৮। সম্মা সমাধি বা সম্যক সমাধি।

১. সম্যক দৃষ্টি : সম্যক দৃষ্টি হল সেই দৃষ্টি যার দ্বারা বিষয়ের অন্তর্নিহিত রূপ সম্যক উপলব্ধি করা যায়। প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব বিষয়ে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তার ব্যাখ্যা ~~করতে করা~~ ~~হয়~~ দেওয়া হয়েছে আমরা জগতের কারণ অবস্থার যে কারণ নির্দেশ করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা গ্রহণ করা। অর্থাৎ সম্যক দৃষ্টি সংসারের যে অনিত্য স্বরূপ যা মানুষকে সংসারের প্রতি আসক্তি থাকে অজ্ঞানতার দিকে নিয়ে যায়। এই সংসারে অনিত্যতাই অবিদ্যা। এই অবিদ্যা থেকে উদ্ভূত হয় মিথ্যা দৃষ্টি। এই মিথ্যা

দুঃখ দূর করার জন্য প্রয়োজন 'চারটি আর্য সত্যের' সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান বা সম্যক দৃষ্টি।

২. সম্যক সংকল্প: প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য কতকগুলি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হয়। এই প্রতিজ্ঞাই হল সম্যক সংকল্প। ভগবান বুদ্ধের মতে 'চারটি আর্যসত্যের' জ্ঞানের আলোকে জীবন নিয়ন্ত্রণ করার দৃঢ় সংকল্পই সম্যক সংকল্প।

৩. সম্যক বাক: সম্যক বাক্যের অর্থ হল বাক সংযম। সত্যগোপন, মিথ্যাভাষণ, পর নিন্দা, কটুকথা ব্যবহারের দ্বারা অপরকে আঘাত করা এবং বৃথাবাক্য সর্বতোভাবে বর্জনীয়। সকল অবস্থাতেই সত্য কথা বলা এবং সংযত মিষ্ট ও প্রীতিকর বাক্যের আলোচনায় যোগদান করা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জন করে।

④ সম্যক কর্ম: বুদ্ধ প্রবর্তিত পঞ্চশীল তত্ত্ব সম্যক কর্মের অন্তর্ভুক্ত, এতে কিছু বর্জন এবং কিছু গ্রহণের নির্দেশ আছে। অহিংসা, অন্যের (চৌর্যবৃত্তি) দ্রব্য গ্রহণ এবং অবৈধ ইন্দ্রিয় সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা হল এই নিষেধের দিক। ব্রহ্মচর্য পালন এবং সত্য ভাষণ তার গ্রহণের দিক।

৫. সম্যক জীবিকা / আজীব:- জীবন রক্ষার জন্য মুক্তিব্রতী অন্যায় উপায় অবলম্বন করবে না, সততার ও সাধনার অনুকূল তার সম্যক সংকল্পের আলোকে মুমুক্ষু সৎভাবে জীবিকা অর্জন করবে। বস্তুতপক্ষে, পঞ্চশীলের যে নীতিগুলি বর্জন করবার উপদেশ আছে সে গুলি বর্জন করা যায় এমন জীবিকা অবলম্বন করতে হবে। সুতরাং যে জীবিকা হিংসাত্মক আচরণ অসত্য যেমন মদ-মাংস যোগান প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত তা বর্জন করতে হবে।

৬. সম্যক ব্যায়াম: কুচিন্তা ও কুকর্ম নৈতিক অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। কাজেই - ① সঞ্চিত অসৎ চিন্তা নির্মূল করা, ② নতুন অসৎ চিন্তা বৃদ্ধি করার দিকে সতর্ক দৃষ্টি, ③ মনকে সৎ চিন্তায় পরিপূর্ণ রাখা এবং ④ ঐ সৎ চিন্তা মনে যাতে স্থায়ী হয় তার চেষ্টা করতে হবে। এই চার প্রকার চেষ্টাই সম্যক ব্যায়াম এর অন্তর্ভুক্ত।

৭. সম্যক স্মৃতি: মুক্তিব্রতী সাধককে সকল সময়েই স্মরণে রাখতে হবে যে দেহ, মন সংবেদন সকল কিছুই ক্ষণস্থায়ী ও চিরস্থায়ী বা শাশ্বত নয়। সবকিছুই অনিত্য, কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আসক্তি জাগে এবং আসক্তি থেকেই বাসনা-কামনা, আসক্তি থেকেই বন্ধন ও দুঃখ।

৮. সম্যক সমাধি : মুমুক্ষু পূর্বোক্ত সাতটি নীতি অধিকারী হয়ে ক্রমশ গভীরতর মন সংযোগের চারটি স্তরের মধ্যে দিয়ে নির্বাণ লাভ করবে। এই মন সংযোগের প্রথম স্তরে মুমুক্ষু 'চত্বারি আর্যসত্যানি' প্রসঙ্গে বিতর্ক ও বিচার সম্পর্কে গভীরভাবে অনুধ্যান করবে এবং বিরাগ ও শুদ্ধ চৈতন্য জাত আনন্দের অধিকারী হবেন। দ্বিতীয় স্তরে চারটি সত্যে সত্য বিশ্বাস আসতে শুরু হওয়ার জন্য সকল রকম সংশয় দূরীভূত হয়, অবিচল [illegible] তৃতীয় স্তরে এই প্রীতির প্রতি উপেক্ষা জাগে [illegible] থাকে তখনই শুধু সমাধিতে জ্ঞান এবং জ্ঞান সাথে একটি দৈহিক আরামবোধ থাকে, চতুর্থ স্তরে সুখের অনুভূতিও বিলীন হয়ে যায়। এই অবস্থায় মুমুক্ষু সাধক নির্বাণ ও নিঃসঙ্গ হয়ে পূর্ণ আত্ম সমাহিত হয় এবং তখনই তিনি পুরুষার্থ বা নির্বাণ লাভ করেন।

---

১০) শীলানুশীলন : শীল শব্দের আভিধানিক অর্থ হল স্বভাব চরিত্র, আচার আচরণ, রীতি-নীতি, সংযম, বিধি-নিষেধ ইত্যাদি। বৌদ্ধ দর্শনে শীল শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'সদাচার' বা সম্যক কর্মান্ত, S.N. Dasgupta তাঁর 'History of Indian philosophy' - শীলানুশীলন শব্দের অর্থ করেছেন - 'practice of right discipline', অর্থাৎ 'যথোচিত নিয়ম পালনের অনুশীলন বা মনকে নিয়মানুবর্তী করার অনুশীলন।

বিনয় পিটকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুকের জন্য বুদ্ধদেব নির্ধারিত আচরণ সংক্রান্ত আচরণ সম্পর্কীয় নিয়মানুবর্তী নির্দেশনা করা হয়েছে। সংযত আচরণ ও নিয়ম নিষ্ঠা, নৈতিক বৃত্তিতে নির্বাণ লাভের সোপান। নির্বাণ লাভের দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় বুদ্ধ আদিক নয় অবিরাম মানুষও বুদ্ধের নির্ধারিত পথে দুঃখের হাত থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। এই পথ বা মার্গ আটটি প্রকার বলে অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলা হয়েছে। অষ্টাঙ্গিক মার্গ হল - সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি,

উক্ত অষ্টাঙ্গিক মার্গ তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রজ্ঞা - শীলানুশীলন এবং সমাধি। শীল হল অষ্টাঙ্গিক মার্গের দ্বিতীয় অঙ্গ। বৌদ্ধ দর্শনে শীল শব্দের অর্থ সম্যক আচরণ। সব রকম পাপ

কায়িক দোষ পরিহার করে সুখ ও পবিত্র চিত্তে কর্ম সম্পাদন করাই হল শীল। শীল পালনে মানুষের মন পবিত্র হয় চিত্ত প্রশান্ত হয়। আসক্তির (লোভ দ্বেষের) মধ্যে অনাসক্তির সৃষ্টি হয়। পরিণামে প্রাপ্তির নির্বাণ সাধনার অনুষ্ঠান সৃষ্টি হয়।

শীল তিন প্রকার, যথা —

১. সম্যক বাক,
২. সম্যক কর্মান্ত,
৩. সম্যক আজীব

১. সম্যক বাক: সম্যক বাক্যের অর্থ হল বাক্য সংযম। সত্য ভাষণ, মিথ্যা বচন, পরনিন্দা, কটুকথা, বৃথাবাক্যের দ্বারা অপরকে আঘাত করা এবং বৃথালাপ সর্বতোভাবে বর্জনীয়। সকল অবস্থাতেই সত্যকথা বলা এবং সংযত মিষ্ট ও প্রীতিপূর্ণ আলাপ আলোচনায় যোগদান করা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করে।

২. সম্যক কর্মান্ত: বুদ্ধ প্রবর্তিত পঞ্চশীল এই সম্যক কর্মের অন্তর্ভুক্ত। এতে কিছু বর্জন এবং কিছু গ্রহণের নির্দেশ আছে। অহিংসা অস্তেয় (অচৌর্য বৃত্তি) মাদক দ্রব্য বর্জন এবং অবৈধ সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা হল এর নিষেধের দিক ব্রহ্মচর্য পালন এবং সত্যভাষণ এর গ্রহণের দিক।

৩. সম্যক আজীব: জীবন রক্ষার জন্য দুর্নীতিযুক্ত অন্যায় উপায় অবলম্বন করবে না, সদাচার ও সদালোচনা অবলম্বিত হয়ে সম্যক জীবিকা অর্জন করবে। বস্তুত- সংসারের অলৌকিক মুমুক্ষু সংঘের প্রত্যেককে বর্জন করবার উপদেশ দিয়েছে, থাক, ভিক্ষুসংঘীদের প্রত্যেককে জীবিকা অবলম্বন করতে হবে, যেগুলি বর্জন করা যায় - এমন জীবিকা অবলম্বন করতে হবে, সুতরাং যে জীবিকা হিংসাত্মক আচরণ, অসত্য ভাষণ যেমন মদ - মাংস ~~[illegible]~~ যেমন প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত তা বর্জন করতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় উক্ত শীল নেতিবাচক, কিছু কিছু কর্ম না করাই যেন শীল, তাহলে যেন আমাদের কিছু কিছু করণীয় নয় এ ধারণাই অর্থাৎ শীল যেন আমাদের ... এ কথা সত্য যে বৌদ্ধ দর্শনে শীলের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এ কথা সত্য যে বিধেয় কিছু কিছু কর্ম করণীয় বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্থাৎ শীলের এমনই উভয়ভাবে বিভক্ত আছে। ভগবান বুদ্ধ অনেক কর্মকে আমাদের করণীয় বা কর্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন. শীলের এই নেতিবাচক ও ইতিবাচক দিক নিয়ে তার শীলকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা —

(ক) বারিত্তশীল: বুদ্ধদেব আমাদের যে সমস্ত কর্ম করতে নিষেধ করেছেন তাদের বারিত্তশীল বলে।

(খ) চারিত্তশীল: যে সমস্ত কর্মকে আমাদের করণীয় বলে বুদ্ধদেব নির্দেশ দিয়েছেন তাদের চারিত্তশীল বলে।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ ছাড়াও পাঁচটি মাত্র শীলের উল্লেখ দেখা যায়। তাছাড়াও বৌদ্ধ দর্শনে আরও বহু শীলের উল্লেখ আছে। তবে শ্রমণ বা ভিক্ষুর জন্য যে সমস্ত শীলের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো অর্থাৎ সাধারণ মানুষের বা গৃহস্থদের ক্ষেত্রে সেগুলি প্রযোজ্য নয়। গৃহস্থদের জন্য বুদ্ধদেব পঞ্চশীল পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এই পঞ্চশীল হল —

১. অহিংসা (প্রাণাতিপাত - বিরতি)
২. অস্তেয় (অদত্তাদান - বিরতি)
৩. সত্য (মৃষাবাদ - বিরতি)
৪. ব্রহ্মচর্য (অব্রহ্মচর্য - বিরতি)
৫. সুরা (মদ্যমাদকদ্রব্য - বিরতি)

১. অহিংসা: পঞ্চশীলের অন্তর্গত প্রথমশীল অহিংসা, বৌদ্ধধর্মে অহিংসা বলতে কেবল হিংসা না করা বোঝায় না। নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীন থেকে বিশ্ববাসীর কল্যাণ চিন্তা করা, সকলের প্রতি প্রীতিপূর্ণ প্রণোদিত আচরণ করাই অহিংসার প্রকৃত তাৎপর্য। মৈত্রী-করুণা মুদিতা। ও উপেক্ষা এবং অহিংসাযুক্ত চিত্ত বিহারের দ্বারাই সকলের প্রতি মৈত্রী ও করুণার মাধ্যমে অহিংসার প্রকৃত তাৎপর্য যুক্ত হয়েছে। মৈত্রী ভাবনা হল - বিশ্বের সকলের প্রতি প্রীতিপূর্ণ আচরণ করা। এটা সকলের জন্য শুভ-কামনা বোধ এবং সকলের দুঃখ দূর করার প্রয়াস অনুভূতি।

২. অস্তেয়: 'অস্তেয়' হল চৌর্যবৃত্তি বর্জন। অন্যায়ভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য হিংসা করা, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা সম্পূর্ণ রূপে বর্জনীয়।

৩. অস্তেয়ঃ 'অস্তেয়' হল নিজের নয় এমন বস্তু গ্রহণ না করা, অপরের কোনো জিনিসই বিনা অনুমতিতে গ্রহণ করা অথবা চুরি করা উচিত নয়। অর্থাৎ অন্যের দ্রব্য অপহরণ করে নিজের সুখের জন্য ব্যবহার করা নিয়ন্ত্রিত করবে।

৪. ব্রহ্মচর্যঃ 'ব্রহ্মচর্য' হল ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা [illegible] বা [illegible] থেকে বিরত থাকা এবং আত্মার সংযম উৎকর্ষিত করা।

৫. অপরিগ্রহঃ 'অপরিগ্রহ' হইল মানুষের বস্তু আসক্তি ত্যাগ করা, অর্থাৎ বিষয় আশয় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রতি আসক্তি ত্যাগ করা। অপরিগ্রহ হল ইত্যাদি মানুষের প্রতি আসক্তি বর্জন করাকে বোঝায়।

উপরিউক্ত নীতিগুলি মহাব্রত বা অণুব্রত নামে অভিহিত হয়েছে। জৈনদের ত্রিরত্ন লাভের জন্য এই নীতিগুলি পালন করতে হয়। এদের 'পঞ্চমহাব্রত' ও বলা হয়, সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। গৃহীদের ক্ষেত্রে এগুলি অণুব্রত [illegible] নামে পরিচিত।

জৈন দর্শনে প্রত্যেক প্রাণীর জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার কথা বলা হয়েছে। মানুষের কর্ম বিরতির কথা বলা হয়েছে। জীবনের এই মহাব্রত পালনের মধ্য দিয়ে সংযত জীবনযাপন করতে হবে এবং প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকা উচিত। তিনি এমনই মনে করতেন যে সমস্ত প্রাণীরই জীবন আছে এবং অন্যের দ্বারা হত্যা করাও অন্যায়। যারা সাধন করেন যে অপরের দ্বারা হত্যা অনুমোদন করাও অনুচিত।

আবার যে বস্তু অপরের নিজস্ব সম্পত্তি তা গ্রহণ করা অনুচিত। চৌর্যবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখা যেমন কর্তব্য তেমনি অপরের চৌর্যবৃত্তিকে অনুমোদন করা উচিত নয়। সত্যের প্রতি অবিচল থাকা, যা সন্ন্যাসীদের নিয়মের মধ্যে পড়ে। যেমন বিরত থাকা উচিত তেমনি অন্যকে প্ররোচিত করাও উচিত নয়। মিথ্যা কথা অনুমোদন করাও অনুচিত।

জৈন দর্শনের মোক্ষঃ জৈনদের মতে যারা সিদ্ধপুরুষ হন তারা কেবলী হন। কেবলজ্ঞান লাভ করলে তিনি মুক্ত হন। তিনি [illegible] হন। তিনি কোনো কিছুতেই আবদ্ধ হন না। তাছাড়া জৈন দর্শনের মতে মানুষ নিজের মুক্তি নিজেই অনুভব করে।